পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন- পিডিবিএফ এর

''এগিয়ে চলার এক যুগ''

PDBF

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৫ আষাঢ় ১৪১৮
০৯ জুলাই ২০১১

বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর যুগপূর্তি উপলক্ষে 'এগিয়ে চলার এক যুগ' শিরোনামে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি পিডিবিএফ এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। আমি জানতে পেরেছি এক যুগ ধরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন এবং নারী-পুরুষের সমতা বিধানে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের কর্ম-পরিকল্পনার একটি অগ্রাধিকার খাত। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন শুরু থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্যোগের প্রতি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা এবং সমর্থন থাকবে বলে আমি আশা করি। বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন সারা দেশে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নমূলক সার্বিক কার্যক্রমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে ২৩ নং আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার ইতোমধ্যেই যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মুক্তি। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ১৯৯৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে গত একযুগে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমান সরকার জাতির পিতার এ-স্বপ্ন পূরণের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিবেদিত ভাবে কাজ করছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের সাফল্য নিঃসন্দেহে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে। আমি পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের "এগিয়ে চলার একযুগ" অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম "এগিয়ে চলার এক যুগ" শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়া। জাতির জনকের সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৯৯৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) যাত্রা শুরু করে। সে সময় থেকে এর কার্যক্রম নিরলসভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে।

আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সরকার পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশের ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমি আশা করি পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর দরিদ্র জনগোষ্ঠির সম্পদ, সক্ষমতা ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতার উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও দল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে এবং অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশ সাধন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিতদেরকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের জন্য বর্তমান সময়ের দাবী সৌর শক্তি (সোলার) প্রকল্প নিয়েও পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে।

আমি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি)

সাফল্যের এক যুগ

মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ

জাতির পিতা, স্বাধীনতার স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন দারিদ্র্য বিমোচন এবং সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের এই মহান জাতীয় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারই সুযোগ্য কন্যা **বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে ২৩ নং আইনের মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিগত ০৯ জুলাই, ২০০০ সালে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।** দারিদ্র্য বিমোচন সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতার বিকাশ সাধন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য ঃ পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারী পুরুষের সমতা বিকাশ ও এর প্রধান উদ্দেশ্য।

পটভূমি ঃ পিডিবিএফ সৃষ্টির গোড়ায় ছিল পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী। ১৯৮৪ সাল থেকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে আসছিল। সরকারী সেক্টরে এগুলিই সর্বপ্রথম বিত্তহীন কল্যাণ প্রোগ্রাম যা পরবর্তীতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বশাসিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

পরিচালনা পদ্ধতি ঃ এগার সদস্যের একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নর্স দ্বারা পিডিবিএফ পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর সহ-সভাপতি, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্য-সচিব এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের নীচে নন এমন পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাফল্যের এক যুগ ঃ জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে "এগিয়ে চলার এক যুগে" পিডিবিএফ এর রয়েছে অনেক সফলতা। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে পিডিবিএফ এর কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা এসেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পিডিবিএফ বিগত বছগুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পিডিবিএফ এর জন্মলগ্নে ২০০০ সালে মাত্র ১৩৯টি উপজেলায় এর কার্যক্রম চালু ছিল। বর্তমানে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম ২৫৩টি উপজেলায় বিস্তৃত হয়েছে। আগামীতে আরো ১০০টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার জন্য সরকারের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন

পিডিবিএফ এর এগিয়ে চলার কার্যক্রম ও সফলতার কিছু এক যুগের উল্লেখযোগ্য খন্ডচিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এ পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিত ৪,২৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। পিডিবিএফ বর্তমানে ৬টি প্রশাসনিক বিভাগের ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলায় প্রায় ৭.০৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এ কার্যক্রমের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন-গাভী পালন, মৎস চাষ, শাক-সবজি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরসহ প্রায় ৩৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর সরাসরি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে- যা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SEL) ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা' সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা' পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণের আওতার বাইরে চলে যায়। এ সকল উদ্যেক্তার জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণ জটিল প্রক্রিয়া বিধায় তাঁরা অনেক সময় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না।

পিডিবিএফ যেহেতু একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের সহজ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরী সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ-বছরে ০.১৫ লক্ষ উদ্যোক্তার মাধ্যমে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। এতে প্রায় ১ লক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীরা ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করা সম্ভব নয়। পিডিবিএফ-এর কর্মীগণ দল গঠনের মাধ্যমে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সংগ্রহ করে সুফলভোগীগণের পুঁজি গঠনে সহায়তা করেন। সুফলভোগীগণ তাদের সঞ্চিত সঞ্চয় থেকে শারীরিক অসুস্থতা, রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া ইত্যাদি কারণে যে কোন সময় সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করতে পারেন। পিডিবিএফ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সুফলভোগীদের প্রায় ১৮৫কোটি টাকা সঞ্চয় জমা আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম) ঃ পিডিবিএফ সুফলভোগীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে বর্তমান পর্যন্ত মোট ২,২২,৯০৪ জনদিবস এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ৩,৩৬,৬৪৫ জনদিবস দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ৩৫,৮৯৯ জনদিবস কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ও পরিকল্পনা কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন, পর্যালোচনা সভা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

আমাদের সুফলভোগীদের প্রকৃত পক্ষেই যে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলে। বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পিডিবিএফ-এর সদস্যদের মধ্যে ৪৭৯ জন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। তন্মধ্যে ৩৩১ জনকে ৮৪৮ জনদিবস উচ্চতর নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হিসাব বিভাগ ঃ পিডিবিএফ-এর সকল কার্যালয়ের আর্থিক লেনদেন সহ যাবতীয় হিসাব কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেনারেল লেজার প্যাকেজ- এর মাধ্যমে সকল ভাউচার, ক্যাশ বই, সাব লেজার, আয় বিবরণী ও স্থিতিপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এর ফলে হিসাবে নির্ভুলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।

অডিট ঃ পিডিবিএফ-এর শক্তিশালী নিজস্ব আভ্যন্তরীণ অডিট দল রয়েছে। সর্বস্তরের কাজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং সকল নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুযায়ী পিডিবিএফ সঠিক ভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা সে সকল বিষয়ে অডিট শাখা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে থাকে। এছাড়াও সরকারী ও বহিঃ সংস্থা কর্তৃক পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম অডিট হয়ে থাকে।

আইসিটি (ICT) কার্যক্রম এবং ডিজিটালাইজড পিডিবিএফ ঃ সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যলয়ের ৬৫টি কম্পিউটারকে Local Area Network (LAN) ও দ্রুত গতির Broad Band Internet এর আওতায় আনা হয়েছে। তা' ছাড়াও ১৫টি আঞ্চলিক কার্যলয়ের ৭৫ টি কম্পিউটারকে LAN ও Internet সংযোগ দেয়া হয়েছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ পিডিবিএফ-এ বর্তমানে অত্যন্ত দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মী বাহিনী রয়েছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সকল পর্যায়ের কর্মীদের বদলী, পদোন্নতি, নিয়োগ, শৃংখলা রক্ষা এবং কর্মীদের যাবতীয় কার্যাদি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে পিডিবিএফকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সৌরশক্তি প্রকল্প ঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত অনগ্রসর দারিদ্র্য প্রবণ এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে বিগত ২০০৫-২০০৬ সালে পিডিবিএফ -এ সৌরশক্তি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রাথমিক ভাবে স্বল্প পরিসরে মাত্র ১২টি উপজেলায় কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল। বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী "সকলের জন্য বিদ্যুৎ" এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ বিগত বছরে ১২ টি জেলার ৫০ টি উপজেলায় ৮,৫০০ টি সোলার হোম সিষ্টেম প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৪২,৫০০ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে দৈনিক গড়ে ২০৫০ kw বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে। এর ফলে বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিডিবিএফ এর সৌরশক্তি প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

PDBF
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" অনুষ্ঠানমালা উদযাপন উপলক্ষে সর্ব প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যাঁর হাতে গড়া এই ফাউন্ডেশন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়গণকে। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাননীয় সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং চেয়ারপার্সন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স যার সুযোগ্য নির্দেশনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পিডিবিএফ এর বর্তমান অগ্রযাত্রা বেগবান হয়েছে।

আজকের এই আনন্দঘন শুভদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে আমাদের সাথে জড়িত সকল প্রাক্তন ও বর্তমান সুফলভোগী, কানাডিয়ান সিডা, সম্মানিত বোর্ড সদস্য, সকল প্রাক্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পিডিবিএফ এর মাঠ পর্যায়ের প্রাণপ্রিয় সকল সহকর্মী ভাই-বোনদের, যারা পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুফলভোগীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহায়তা দেয়ার জন্য দিন-রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এছাড়া সুফলভোগী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও কাজ করে যাচ্ছেন। ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে কর্মী বান্ধব পরিবেশ থাকায় কর্মীরা ফাউন্ডেশনকে নিজেদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করে আত্ম নিবেদিত হয়ে কাজ করছেন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রম, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে পিডিবিএফ এর এই সাফল্যের ধারা নিশ্চিত হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে একটি আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পিডিবিএফ গ্রামের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মহান ব্রত নিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের দরিদ্র ও অসুবিধা গ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

পিডিবিএফ বর্তমানে ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরো ১০০ টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪৬০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ এবং ১৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ৭.০৫ লক্ষ পরিবারের ৩৫ লক্ষ সদস্য এবং উদ্যোক্তা ঋণের ১৫ হাজার পরিবারের ৭৫ হাজার সদস্য সরাসরি উপকার ভোগ করছেন। চলতি অর্থ বছরে ৫৫০ কোটি ক্ষুদ্র ঋণ এবং ২৩০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে জুন/২০১১ পর্যন্ত ৪,২৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর্থিক সমর্থন যুগিয়েছে। পিডিবিএফ এর সুফলভোগীরা ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় জমা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে সুফলভোগীদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৮৫ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের "ভিশন ২০২১" অনুযায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার হিসেবে পিডিবিএফ অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাছাড়া "সকলের জন্য বিদ্যুৎ" এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ বিগত বছর ১২টি জেলার ৫০টি উপজেলায় ৮,৫০০টি সোলার হোম সিস্টেম প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৪২,৫০০ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে দৈনিক গড়ে ২,০৫০ kw বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে।

আমি পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মাহবুবুর রহমান

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ আষাঢ় ১৪১৮
০৯ জুলাই ২০১১

বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) 'এগিয়ে চলার এক যুগ' শীর্ষক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। পিডিবিএফ এর এক যুগপূর্তি উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রাহক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আমরা ১৯৯৯ সালে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গঠন করি। ৯ জুলাই ২০০০ থেকে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু হয়।

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতামুক্ত শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

এজন্য দেশের প্রতিটি গ্